

38205 - রোযাদাররে সামান্য একটু বমি করার হুকুম কি?

প্রশ্ন

সামান্য একটু বমি করা কি রোযাকে নষ্ট করবে? এটি ছিল সামান্য; থুথু ও বমি মাঝামাঝি। আশা করব এর হুকুম পরিস্কার করবেন।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

বমি হলো: পটে থেকে খাদ্য ও এ জাতীয় কিছু দহেরে বাইরে বেরিয়ে আসা। লসিনুল আরব নামক অভিধানে (১/১৩৫) বলা হয়: ‘পটেরে ভেতরে যা আছে ইচ্ছাকৃতভাবে সটে বের করা’।

বমি করা রোযাকে নষ্ট করবে, নাকি করবে না; সে প্রসঙ্গে কথা হলো: যদি ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করে তাহলে রোযা নষ্ট হবে এবং সেই দিনের রোযাটিকে পালন করা তার উপর আবশ্যিক হবে। আর যদি বমিকে আটকিয়ে রাখতে না পারে, তাই নিজের ইচ্ছার বাইরে বমি করে দেয়; তাহলে তার রোযা সহি। তার উপর কোন কিছু বর্তাবে না। ইতিপূর্বে [38023](#) নং প্রশ্নোত্তরে এটি আলোচনা করা হয়েছে।

যদি কোন চিকিৎসার কারণে বমি করার প্রয়োজন হয় এবং বমি করাটা নিরাময়ের ক্ষেত্রে সহযোগী হয়; সেক্ষেত্রে বমি করা জায়েয এবং সেই দিনের রোযাটির ময়ান মাসের পরে কাযা পালন করা তার উপর আবশ্যিক হবে। যহেতু আল্লাহ তাআলা বলেন: ‘তোমাদের মধ্যে যো ব্যক্তি অসুস্থ হবে অথবা সফরে থাকবে সে অন্যদিনগুলোতে এ সংখ্যা পূরণ করবে।’ [সূরা বাক্বারা, আয়াত: ১৮৫]

সঠিক মতানুযায়ী এক্ষেত্রে বেশি বমি ও কম বমি মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। যদি ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করে এবং সামান্য একটুও বের হয় এতে করে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে। আল-ফুরু নামক গ্রন্থে বলা হয়: ‘যদি ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করার চেষ্টা করে, ফলে কোন কিছু বমি করে দেয়; তাহলে রোযা ভেঙে যাবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) এর হাদিসের দলিলে ভিত্তিতে ‘যে ব্যক্তিকে বমি পরাভূত করে ফেলেছে তার উপর কাযা নাই। আর যো ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করেছে তাকে কাযা পালন করতে

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

হবে”।[আল-ফুরু (৩/৪৯); হাদিসটি আবু দাউদ (২৩৮০) ও তরিমযি (৭২০) বর্ণনা করছেন এবং বলছেন: এ হাদিসের উপর আলমেগণ আমল করছেন এবং হাদিসটিকে আলবানী সহিহ বলছেন]

তবে থুথু ও বমরি মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। থুথু, কফ ও এ জাতীয় জনিসিগুলো পটে থেকে আসে না। সুতরাং এগুলো বরে করে ফলেতে কথিবা থু করে ফলে দিতে কোন আপত্তি নাই। পক্ষান্তরে, বমি হিলো পটে যা আছে সটো বরে হওয়া যমেনটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।